নিয়ে যান এবং হাসপাতালে ভর্তি করান। পরবর্তীতে ভিকটিমের আত্মীয় স্বজনকে ফোন করেন। সার্বিক চিকিৎসার প্রচেষ্টা নেন। এছাড়া এসআই/ওয়াহিদুজ্জামান ঘটনাটি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। সহকারী পুলিশ কমিশনার (পেট্রোল-রমনা), অফিসার ইনচার্জ, শাহবাগ থানা, পিআই-শাহবাগ,পুলিশ পরিদর্শক(তদন্ত) এবং কিলো-২৫ শাহবাগ থানাসহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চলে যান এবং ভিকটিমের দ্রুত চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের সাথে কথা বলেন। পিআই-শাহিন ক্রাইম সিন টিমের জন্য ডিবি এবং সিআইডিতে যোগাযোগ করেন। টিএসসি ব্যারিকেডের ইনচার্জ এসআই/মজিবুর রহমান ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং তাদের সহায়তায় এসআই/সুব্রত গোলদার উদ্ধারকৃত চাপাতি এবং অন্যান্য মালামাল জব্দ করেন। এএসআই/দাউদ ঘটনাস্থল কর্ডন করে রাখেন। সহকারী পুলিশ কমিশনার (রমনা জোন), জনাব এসএম শিবলী নোমান, পিপিএম ঘটনাস্থলে পৌঁছে উপস্থিত কতিপয়ের সাথে কথা বলেন। ঐ সময় অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (আলফা মাইক-২৮) ছুটিতে ছিলেন। উপ-পুলিশ কমিশনার (রমনা) সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ঘটনাস্থলে হাজির হন এবং অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। পর দিন সুরতহাল,ময়না তদন্ত সম্পন্ন করা হয় এবং শাহবাগ থানায় অধ্যাপক জনাব অজয়কর বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় মামলা নং-৫২ তারিখ-২৭-২-১৫খ্রিঃ ধারা-৩০২/৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩৪ পেনাল কোড রুজু করেন। একই সাথে ঘটনা পরবর্তী পুলিশের উপস্থিতি ও দায়িত্ব পালন নিয়ে প্রকাশ্য ও গোপন জিজ্ঞাসাবাদের কোন স্তরে নেতিবাচক তেমন কিছু উদ্‌ঘাটিত হয়নি।

ঘটনার সময় সংশ্লিষ্ট এলাকায় পুলিশের একটি দল টিএসসি ব্যারিকেডে যা ঘটনাস্থল থেকে ৭০/৭৫ গজ দূরে এবং মিলন চত্বরের পুলিশ ৫০/৬০ গজ দূরে ছিল। লোক জনের প্রচুর ভিড়, গাড়ী ও রিক্সার জ্যাম যাত্রীদের কোলাহল এলাকা শান্ত রাখা এবং ব্যারিকেড পাহাড়ায় পুলিশ ব্যস্ত ছিল। ঐদিন মেলা-ফেরত লোকজনের ভীড়, মাইকের আওয়াজ, ট্রাফিক জ্যাম, তদুপরি ঘটনাস্থলের ফুটপাত অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় দুর্বৃত্তরা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে খুব দ্রুত ১০/১৫ সেকেন্ডের মধ্যেই) ঘটনা ঘটিয়ে জন সাধারনের ভিড়ে মিশে যায়। এত তীব্র ভিড়ে ও কোলাহলে উক্ত মিলন চত্বরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রিক্সার স্তূপের কারণে নির্দিষ্ট দৃষ্টি সীমার মধ্যে ঘটনাটি দেখা এবং পরিস্থিতি বুঝা সম্ভব হয়নি। সার্বিক বিবেচনায় রমনা বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগেও গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান স্থলে অফিসারদের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতা আরো বাড়ানোর জন্য একাধিক অফিস আদেশের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং তা প্রতিপালন করা হচ্ছে।

পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট ঃ

গত ১১/০৩/২০১৫খ্রিঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় শিশু আবু সাঈদ (৯) পিতা-মোঃ মতিন নিজ বাসা বসুন্ধরা ৭৪/বি, দর্জিবন্দ, রায়নগর হতে নানীর বাসা নং-৭৩/ঝেরঝেরীপাড়া উভয় থানা-কোতয়ালী, সিলেটে যাওয়ার মধ্যবর্তী যে কোন স্থান হতে হারিয়ে যায়। তাকে খুঁজে না পাওয়ায় কোতয়ালি মডেল থানায় জিডি করেন যাহার নং-৫৬১ তারিখঃ ১১/০৩/২০১৫খ্রিঃ হতে মতিন মিয়ার স্ত্রীর চাচাতো ভাই আশরাফুজ্জামান আজম এর ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর ০১৮১৪-৩১১৭৭১ যে ফোন করে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা মুক্তিপণ দাবী করে। মুক্তিপণের টাকা না দিলে শিশু সাঈদকে হত্যা করবে বলে জানায়। তিনি উক্ত বিষয়টি কোতয়ালি মডেল থানাকে অবহিত করলে এসএমপি'র পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে শিশু সাঈদকে নিখোঁজের জিডি ও হুমকি দাতার মোবাইল নম্বরের সূত্র ধরে পুলিশ তদন্তে নামে। এরই প্রেক্ষিতে আসামী সনাক্তকরন ও গ্রেফতারের নিমিত্তে তল্লাসী নিয়োগ, প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে হুমকি দাতাদের সনাক্তের চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে ১৪/০৩/২০১৫খ্রিঃ সকালে শিশু সাঈদের পিতা মতিন মিয়া বাদী হয়ে কোতয়ালি মডেল থানায় অভিযোগ দায়ের করলে কোতয়ালি মডেল থানার মামলা নং-১৩ তারিখ ১৪/০৩/২০১৫ খ্রিঃ ধারা-নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী)/২০০৩) এর ৭/৮/৩০ রুজু হয় এবং পরবর্তীতে সংযোজিত ৩০২/২০১ দঃ বিঃ রূপান্তরিত হয়। গত ১৪/০৩/২০১৫খ্রিঃ হুমকিদাতা আসামী কনস্টেবল/৯০৯ মোঃ এবাদুর রহমানকে সিলেট মহানগরের আম্বরখানা থেকে গ্রেফতার করলে সে জানায় শিশু সাঈদ তার ভাড়া বাসার ঠিকানা-সবুজ/৩৭ ঝর্নার পাড়ের ৩য় তলায় আছে। তাৎক্ষণিক পুলিশ কনস্টেবল এবাদুর রহমানকে সাথে